ইনকিলাব

মাদ্রাসা ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত রুখতে হবে

দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যায় জর্জরিত দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। মহলবিশেষের খামখেয়ালীপনা ও দায়িত্বহীনতায় মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যা ও সংকট দিন দিন কেবল বেড়েছে। মানুষ গড়ার এই মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোণঠাসা করে রেখে একে বিলুপ্তির পথে ঠেলে দেয়ার ষড়যন্ত্রও কখনো থেমে থাকেনি। এসএসসির সমমানসম্পন্ন দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের কলেজসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যনীতির শিকার হন। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর অনাকাঙ্ক্ষিত নানা শর্ত জুড়ে দিয়ে দেশের সর্বোচ্চ এ বিদ্যাপীঠে মাদ্রাসা ছাত্রদের অধ্যয়নের পথ বন্ধের তৎপরতা চলছে জোরেশোরে। গতকাল একাধিক দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়– আগের তিন বিভাগের সাথে এবার নতুন করে আরো পাঁচটি বিভাগে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি না করার লক্ষ্যে শর্তের জাল বিস্তার করা হয়েছে। ফলে নতুন শিক্ষাবর্ষে মোট ৮টি বিভাগে ভর্তি হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা। আগামী বছর আরো ৬টি বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির ওপর বিধিনিষেধ আরোপের পাঁয়তারা চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে আজ থেকে প্রথমবর্ষ ডিগ্রী শ্রেণীর ফরম বিতরণ শুরু হচ্ছে। ফরম বিতরণের নির্দেশনায় মোট আটটি বিভাগে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির দরজা বন্ধের উদ্দেশ্যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। বিভাগগুলো হচ্ছে– বাংলা, ইংরেজি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, অর্থনীতি, লোক প্রশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভাষাতত্ত্ব এবং উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ। উক্ত আট বিভাগে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির পথ রুদ্ধ করতে দাখিল ও আলিম পর্যায়ে ইংরেজি ও বাংলায় দুইশ' নম্বর থাকতে হবে বলে শর্তারোপ করা হয়। অথচ মাদ্রাসা ছাত্ররা এই দুই স্তরে একশ' নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত। ইতিপূর্বে যে তিনটি বিভাগে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির পথ রুদ্ধ ছিল, তাতে শর্ত ছিল শুধু উচ্চমাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজিতে দুইশ' নম্বর থাকতে হবে। এর ফলে কেউ দাখিল পাস করে কলেজে ভর্তি হয়ে এইচএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত তিন বিভাগে ভর্তি হতে পারতো। কিন্তু এবার দাখিল পাসকারীদের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ভর্তির ক্ষেত্রে কোন শর্ত আরোপ করতে হলে তা একাডেমিক কমিটি, ফ্যাকাল্টি হয়ে একাডেমিক কমিটির সুপারিশসহ সিন্ডিকেটে পাস করাতে হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়াকে অমান্য করে গতবছর সাংবাদিকতা বিভাগের ভর্তি নির্দেশিকায় উপরিউক্ত শর্তটি জুড়ে দেয়ায় কোন মাদ্রাসা ছাত্র ভর্তি হতে পারেনি। এ বছরও একই ধরনের ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। প্রথমে অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিষয়টি সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করা হলে তা নাকচ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে শোকজও করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সংস্থার প্রতি সম্মান জানিয়ে একমাত্র গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগকে তাদের অবস্থান থেকে পিছু হটতে দেখা গেছে। কিন্তু অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের কথা মুখে প্রচার করলেও ভর্তি নির্দেশিকা থেকে শর্তটি বাদ দেয়নি। সাংবাদিকতা বিভাগের মত অপর পাঁচটি বিভাগও সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে তাদের নেতিবাচক মনোভাব বহাল রাখে। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিভিন্ন বিভাগের ভর্তি নির্দেশিকায় মাদ্রাসা ছাত্রদের ব্যাপারে অযৌক্তিক শর্তারোপে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ দেশের বিবেকবান মানুষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষক ডিসির সাথে সাক্ষাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-নীতি ভঙ্গের প্রতিবাদ ও মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতি বৈষম্যের অবসানের দাবী জানিয়েছেন।

দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় অখণ্ডতার চেতনাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আলোকিত সমাজ গঠনে ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষা পালন করে আসছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সেই মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে নানামুখী ষড়যন্ত্র। থেমে নেই দেশের নিবন্ধনভুক্ত মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করে দেয়ার নীলনকশা বাস্তবায়নের পাঁয়তারা। মাদ্রাসায় শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের ফলে ইবতেদায়ী পর্যায়ে শিক্ষক সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এসবের পাশাপাশি সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত লংঘন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য বন্ধ করার লক্ষ্যে মহলবিশেষের ঘৃণ্য চক্রান্তে যে কোন সচেতন নাগরিক উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত না হয়ে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির দরজা বন্ধ করা হলে তার পরিণতি যে ভয়াবহ হতে বাধ্য তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সিন্ডিকেটের সভায় নাকচ হবার পরও বিভিন্ন বিভাগের ভর্তি নির্দেশিকায় মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির দরজা বন্ধ করতে যৌক্তিক শর্তারোপ কাদের স্বার্থে এবং কোন মহলের ইঙ্গিতে তা তদন্ত করে দেখা জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমন্বয়হীনতার দোহাই দিয়ে এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বৈষম্যমূলক আচরণকে কোনভাবেই হালকা করে দেখলে চলবে না। অবিলম্বে তদন্ত সাপেক্ষে বিধিমোতাবেক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে সবরকম ষড়যন্ত্র বন্ধে সরকারকে শেষভাবে উদ্যোগী হতে হবে।